তারিখ : 12 DEC 2016
পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : 2

কেন্দুয়ার ৬২ বিদ্যালয়ে নেই প্রধান শিক্ষক

■ কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজ করছে চরম অব্যবস্থাপনা। ১৮২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬২টিতে নেই প্রধান শিক্ষক। অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার দায়ে এসব বিদ্যালয়ের ১১ শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে ৪৪ জন সহকারী শিক্ষক ও চারজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকলেও এসব পদ পূরণে কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই। জানা যায়, শিক্ষক-শিক্ষিকরা বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়সূচি অনুসরণ না করে চলছেন নিজেদের মনগড়া নিয়মে। অন্তত ৩০ শিক্ষক নিজেরা দায়িত্ব পালন না করে এক হাজার টাকা দিয়ে নিয়োগ করেছেন প্যারা-শিক্ষক। একটি অসমর্থিত সূত্র জানায়, বেশ কয়েকজন শিক্ষক ১০ দিনে একদিন বিদ্যালয়ে গিয়ে ১০ দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন। এসব অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম সামলাতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

১১ শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ

গত বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে আসেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম রিয়াজ উদ্দিন। তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষকদের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা দেখে সাত শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে গোগ জাগরণী, মাইজকান্দি ও উত্তর কেন্দুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিযুক্ত। অপরদিকে আঙ্গারুয়া বড়বাড়ী ও নওহাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইমদাদুল হক। তিনি জানান, ৬২টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। ৪৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ এবং চারজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। ১৮২টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৫৪ হাজার। এসব বিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদের সংখ্যা এক হাজার ৩৯। এর মধ্যে কর্মরত আছেন ৯২৩ জন। বাকি ১১৬টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। শিক্ষক-শিক্ষিকরা বিদ্যালয়ে সরকারি সময়সূচি অনুসরণ করেন না এবং অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা সরাসরি কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পদ-পদবি নিয়ে জড়িত আছেন– অভিভাবক ও সচেতন মহলের এ রকম অভিযোগের জবাবে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইমদাদুল হক বলেন, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। তিনি বলেন প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সচেতন মহল ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একযোগে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম এ প্রতিনিধিকে বলেন, রোববার বড়বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিত দেখতে পাই। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে আমরা নতুন বছর থেকে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উপহার দিতে চাই।